তারিখ 26 OCT 2005

দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 1-MAY 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শ্রেণী পাঠদান, পরীক্ষা ও ফলাফল

মাধ্যমিক স্কুল সনদ পরীক্ষা থেকে শুরু করে মাস্টার্স শ্রেণী পর্যন্ত সকল পাবলিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্ব-স্ব স্কুল ও কলেজ কেন্দ্রে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত যে কতোটা যুগোপযোগী তার প্রমাণ মেলে ঐসব পরীক্ষায় নকল প্রবণতা হ্রাস পাওয়ায়। কিন্তু নতুন একটি সমস্যার জন্ম হয়েছে, যার সমাধান এখনই না করলে নকলের মতোই তা আমাদের অর্জিত সাফল্যকে নষ্ট করবে। এ নতুন সমস্যাটি হচ্ছে, পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্র স্কুল ও কলেজসমূহে শ্রেণী পাঠদান কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়া। এক জরিপে দেখা গেছে, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে সেখানে শুধু এ দুটো পরীক্ষানুষ্ঠানের কারণে বছরে সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির অতিরিক্ত আরও ৪০/৪৫ দিন শ্রেণী পাঠদান স্থগিত রাখতে হয়। আর যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক, পাস ও সম্মান এবং মাস্টার্স শ্রেণীসমূহের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেখানে সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির অতিরিক্ত আরও প্রায় ১০০ দিন শ্রেণী পাঠদান বন্ধ রাখতে হয়। অর্থাৎ প্রধানত মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষানুষ্ঠানের জন্য কেন্দ্র কলেজ/স্কুলসমূহে বছরে কমপক্ষে ১৫০ দিন শ্রেণী কার্যক্রম বন্ধ থাকে। বর্তমানে মাধ্যমিক শ্রেণী থেকে শুরু করে মাস্টার্স শ্রেণী পর্যন্ত যে পাঠ্যক্রম-অনুসৃত হয়, তা যথাযথ পরিচর্যার জন্য বছরে কমপক্ষে ২৫০ দিন শ্রেণী পাঠদান চালু রাখা জরুরি। অথচ সেখানে পরীক্ষানুষ্ঠানের কারণে শ্রেণী পাঠদান উর্ধ্বে ১২০ দিন থেকে ১৫০ দিন পর্যন্ত চালু রাখা সম্ভব হয়। এছাড়াও কেন্দ্র পরিবর্তনের বর্তমান নীতিমালা অনুসরণে যে কলেজ/স্কুল কেন্দ্রগুলোতে ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা কম, সেখানে আশেপাশের স্কুল/কলেজ থেকে বেঞ্চ ভাড়া করে আনতে হয় এবং পরিদর্শন কাজের জন্য শিক্ষকও আনতে হয়। ফলে কেন্দ্র স্কুল-কলেজ ছাড়াও আশপাশের স্কুল-কলেজেও পাঠদান বিঘ্নিত হয়। এ সমস্যার আশু সমাধান না হলে নকল প্রবণতা রোধে বর্তমান অর্জিত সাফল্য যেমন ধরে রাখা যাবে না তেমনি ফলাফল বিপর্যয় চলতে থাকবে। এ জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। যেমন—

ক) কেন্দ্র স্কুল/কলেজে বিরাজমান আসনসংখ্যার মধ্যেই ঐ কলেজ/স্কুল কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বিন্যস্ত রাখা। খ) প্রত্যেক জেলা সদরে ১২০০ পরীক্ষার্থী ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক পরীক্ষা গ্যালারি নির্মাণ করা। গ) নির্বাচনী কার্যক্রমের মতো স্থানীয় মাস্টার্স ডিগ্রিধারী বেকার তরুণদের অথবা নিবন্ধনকৃত বেসরকারি স্কুল/কলেজের শিক্ষকদের পরিদর্শন কাজে নিয়োগদান করে পরীক্ষা চালানো এবং কলেজ/স্কুলসমূহে ক্লাস চালু রাখা। ঘ) শুধু মাস্টার্স শেষ বর্ষের পরীক্ষাসমূহ স্ব-স্ব কলেজ কেন্দ্রে ফিরিয়ে নেয়া। ঙ) পরীক্ষানুষ্ঠানকে যথাসম্ভব কম সময় মেয়াদে সীমিত করা। পরীক্ষার মাঝে অবকাশ দু'দিনের বেশি না করা এবং পত্রের সংখ্যা সীমিত করার লক্ষ্যে বিষয়গুচ্ছ নির্ধারণ করে দেয়া। চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের ফলাফল ৯০ দিনে প্রকাশের লক্ষ্যে উত্তরপত্র যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ে পরিবহনের লক্ষ্যে ডাক বিভাগ ও রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা। ছ) বিষয় ও পত্রভিত্তিক পরীক্ষক প্যানেল কম্পিউটারাইজড করে স্থায়ী পরীক্ষক প্যানেল তৈরি করা। পরীক্ষক প্যানেলের কোন সদস্যকে বদলি করা হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে বোর্ড/জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করা। অথবা অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানকারী বিভাগসমূহে পদ আপগ্রেডেশনের বিধান চালু করে শিক্ষক বদলি স্থগিত করা।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা এখন কেবল সময়েরই দাবি নয়, জাতীয় স্বার্থে অপরিহার্য বলেই মনে হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন আশা করি।

মোঃ ইকবাল হোসেন,
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি; এম এম কলেজ, যশোর।